ইউনিট ৫
বিদ্যালয় সংগঠন

ইউনিট ৫ বিদ্যালয় সংগঠন

বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার সমন্বয়ে গঠিত বিদ্যালয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের বিভাগ ও শাখাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ছাত্রাবাস ইত্যাদি। শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনে তথা শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলোচ্য ইউনিটে আমরা নিম্নে উল্লেখিত বিভাগ বা শাখাগুলোর আলোচনা করবো।

পাঠ ৫.১ বিজ্ঞানাগার ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানাগার পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিজ্ঞান হচ্ছে প্রয়োগ ভিত্তিক বিষয়। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে- পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে শিক্ষার্থীরা যদি বিজ্ঞানের সূত্র পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ না পায় তা হলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কতগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য সূত্র মুখে মুখে শিখিয়ে বা মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ করানো যায় কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, সঠিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত বিজ্ঞানাগার অত্যাবশ্যক।

আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা সংগঠন ও পরিচালনায় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। পরিচালনা কমিটির প্রধান দায়িত্বগুলো হচ্ছে-

ক. প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ করা। জড় বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ করা। প্রয়োজন মাফিক এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ. বিজ্ঞানাগার তৈরি, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এককালীন এবং পৌনঃপুনিক অর্থ বরাদ্দ করা। Consumables (যেমন- এসিড, ইত্যাদি) এর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা।

গ. বিজ্ঞানাগারের জন্য সম্ভব হলে একজন বিজ্ঞানাগার সহকারী (Laboratory assistant) নিয়োগ করা।

ঘ. বিজ্ঞান বিষয়ক সহায়ক ও রেফারেন্স পুস্তকাদি ক্রয় করার জন্য পৌনঃপুনিক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানাগার পরিচালনায় বিদ্যালয় প্রধানের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন প্রয়োজন। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ের ডিগ্রীধারী না হলেও তাঁকে কতিপয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ-

বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞান শিক্ষকদের পরামর্শ অনুসারে বিজ্ঞানাগার তৈরি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।

ক. বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞান শিক্ষকদের পরামর্শ অনুসারে বিজ্ঞানাগার তৈরি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।

খ. বিজ্ঞানে শিক্ষকদের দেয়া বিষয়ভিত্তিক (জড় বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান) তালিকানুসারে তাঁদের সহায়তায় প্রয়োজনানুসারে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় করা।

গ. বিভিন্ন সংস্থা (যেমন- UNESCO ইত্যাদি) হতে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা।

ঘ. ক্লাস রুটিনে (Class Routine) বিজ্ঞানের জন্য আলাদাভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পিরিয়ডের ব্যবস্থা রাখা। তাত্ত্বিক পিরিয়ডগুলো দিনের শেষ দিকে না রেখে প্রথম বা মাঝামাঝি সময়ে রাখার চেষ্টা করা। শিক্ষকদেরকে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

এজন্য ব্যবহারিক পিরিয়ডের আগে একটি বা দু'টি পিরিয়ড অফ দিয়ে তাঁকে প্রস্তুতির জন্য সময় দিতে হবে।

ঙ. বিজ্ঞান শিক্ষকগণকে তাঁদের কাজে উৎসাহিত করা। তাঁরা সময়মত এবং রীতিমত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসগুলো নেন কিনা তা তত্ত্বাবধান করা।

চ. বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীগণকে নিয়ে শিক্ষা ভ্রমণে (যেমন- বোটানিকেল গার্ডেন; বিজ্ঞান যাদুঘর বা হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট ইত্যাদি স্থানে) যেতে শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করা এবং আনুষাঙ্গিক খরচ মেটাবার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা।

ছ. বৎসরে অন্তত একবার শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

জ. বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহিত করা।

ঝ. বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান মিউজিয়াম গড়ে তুলতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহিত করা। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ, আসবাবপত্র ও অর্থ বরাদ্দ করা।

ঞ. বিজ্ঞান শিক্ষকগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা। এ কাজে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ট. বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিজ্ঞান শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে উৎসাহ দান করা এবং সময় সময় তাঁদের কাজ তদারক করা।

ঠ. বিজ্ঞান বিষয়ক প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির তালিকা তৈরি করে তাঁর কাছে জমা দেয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করা। তাঁদের দেয়া তালিকাভুক্ত বই ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ড. বিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বুলেটিন ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা করা। এগুলো যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সবাইকে উৎসাহিত করা।

বিজ্ঞানাগার পরিচালনা বিশেষ করে বিজ্ঞানাগার ব্যবহার, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ভিত্তিক যন্ত্রপাতির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ, নতুন কেনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি এবং প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি বিজ্ঞান শিক্ষকদের দায়িত্ব।

আলোচ্য পাঠে আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানাগার পরিচালনায় বিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মনে রাখতে হবে, বিদ্যালয় প্রধানকে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কোন্‌টি প্রয়োজন?

i) উপযুক্ত শিক্ষক
ii) সঠিক শিক্ষাক্রম
iii) পাঠ্যপুস্তক
iv) সবগুলোই

খ. বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রধান দায়িত্বগুলো কী কী?

i) উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ করা
ii) বিজ্ঞান বিষয়ক বইপুস্তক সংগ্রহ করা
iii) বিজ্ঞানাগার তৈরি করা
iv) উপরের সবগুলোই

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. সবসময় --------- এর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা উচিৎ।
খ. জড় বিজ্ঞান ও ---------- বিজ্ঞানের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বিদ্যালয় প্রধানকে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে।
খ. বৎসরে অন্তত একবার শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

পাঠ ৫.২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

যে কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করতে হলে শ্রেণী পাঠ্যবই ছাড়াও বহু বই পড়তে হয়।

বিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যে কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করতে হলে শ্রেণী পাঠ্যবই ছাড়াও বহু বই পড়তে হয়। অনুসন্ধিৎসু মনের জ্ঞানের পিপাসা মিটাতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিকের সাথে পরিচিত হতে হলে নতুন নতুন বই পড়তে হয়। শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে দেয়া। আর শিক্ষার্থীদের সেই বর্ধিত পিপাসা মেটাতে প্রয়োজন বই আর বই। আর বইয়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই চাই গ্রন্থাগার। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও রুচিতে বিভিন্নতা রয়েছে। এই বিভিন্নতা এবং রুচির চাহিদা মেটাতে পারে গ্রন্থাগার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার না থাকলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে যায়। কারণ একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে তার জ্ঞান পিপাসা মেটানোর মত এত সংখ্যক বই যোগাড় করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয় শিক্ষকদের জন্যও প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর উপর বিষয় শিক্ষকের ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ উৎসুক ছাত্রের সব রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেবার সামর্থ তাঁর থাকা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষককে নির্ভর করতে হয় গ্রন্থাগারের উপর। জ্ঞানের ভান্ডার প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হয়। প্রগতিশীল ধ্যানধারণার সাথে তাল রেখে এগোতে হলে শিক্ষককে সব সময়ই পড়তে হয়। তাই বলা হয় একজন শিক্ষক সতত শিক্ষার্থী। এজন্য তাঁর পক্ষে গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিহার্য। তাছাড়া অনেক প্রশ্নের জবাব যুক্তিতর্কের উত্তর প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বইয়ের প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার একটি জ্ঞান ভান্ডার। এ মহা ভান্ডারে সংরক্ষিত থাকে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। গ্রন্থাগার অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ। গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থী তার অভিরুচি অনুসারে আপন প্রচেষ্টায় আত্ম-শিক্ষণের (Self learning) প্রক্রিয়ায় জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার ছাড়া স্কুল পরিচালনার কথা চিন্তাও করা যায় না। গ্রন্থাগার ছাড়া স্কুল চালনার অর্থ হচ্ছে শিক্ষা তথা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচার।

আমরা এখন গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করবো। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনা

গ্রন্থাগারের পরিবেশ এমন হওয়া দরকার যাতে সেখানে আপনা থেকেই মন পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও নিবিষ্ট হয়ে পড়ে।

১. বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা দরকার। গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট আলো বাতাসযুক্ত প্রশস্ত ঘর, নীরব ও শান্ত পরিবেশ। গ্রন্থাগারে পাখা ও বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করা গেলে খুবই ভাল হয়। গ্রন্থাগারের পরিবেশ এমন হওয়া দরকার যাতে সেখানে আপনা থেকেই মন পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও নিবিষ্ট হয়ে পড়ে।

২. গ্রন্থাগারে বই-পত্র রাখার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক আলমারী এবং খোলা তাক্। আলমারীগুলোর উচ্চতা ৪ ফুটের বেশি হওয়া ঠিক নয়।

৩. গ্রন্থাগারের সাথে সংযুক্ত থাকবে পাঠাগার। পাঠাগারে সাজান থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল এবং চেয়ার বা লম্বা বেঞ্চ।

৪. গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার প্রয়োজন। বই নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, রুচি, পছন্দ ও ব্যক্তি পার্থক্যের দিকে নজর রাখা দরকার। তাছাড়া পাঠ্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির উপরও যথেষ্ট রেফারেন্স বইয়ের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারে প্রচুর সংখ্যক মহাপুরুষদের জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কার, অভিযান, ধর্ম, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, হাস্যকৌতুক ও বিজ্ঞান বিষয়ক বই সংযোজন করার চেষ্টা করা দরকার।

গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচন করার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হতে বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করে বই নির্বাচন করা উচিত।

৫. গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচন করার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হতে বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করে বই নির্বাচন করা উচিত। নতুন বইয়ের খোঁজ রাখা এবং তা কেনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৬. প্রত্যেক বৎসরের স্কুল বাজেটে গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য যত বেশি সম্ভব অর্থ বরাদ্দের চেষ্টা করা দরকার। তা করা হলে গ্রন্থাগার ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

৭. পাঠাগারে বহুল প্রচলিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি রাখা প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশু সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাগুলো রাখা আবশ্যক।

৮. গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা বই প্রথমে বিষয়ানুযায়ী এবং পরে বর্ণানুক্রমিক লেখকের নাম অনুসারে ভাগ করে সমস্ত বইয়ের ইনডেক্স কার্ড তৈরি করা প্রয়োজন, এরপর বইগুলোর নাম স্টক খাতায় তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত করার কাজ শেষ হয়ে গেলে বইগুলো ইনডেক্স অনুযায়ী আলমারী বা তাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা দরকার।

৯. সম্ভব হলে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। তা করা সম্ভব না হলে কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষকের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক মিলে গ্রন্থাগারটি পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে বইপত্র গুছানো এবং পাহারা দেয়ার জন্য একজন সাক্ষর চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের।

১০. বিদ্যালয় বসার দু'ঘন্টা পূর্বে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খুলে দেয়া দরকার। বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ছুটি এবং বিশেষ পর্বের (যেমন- ঈদ, পুজা, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি) ছুটি ছাটা ছাড়া অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ছুটিতে (যেমন- শীতকালীন ছুটি, গ্রীষ্মকালীন ছুটি) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা গেলে খুবই ভাল হয়।

১১. বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীগণকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে পাঠ বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বইপত্রের নাম বোর্ডে লিখে দেবেন এবং পরিক্ষার্থীগণকে এগুলো পড়ে আসতে বলবেন। মাঝে মাঝে শিক্ষক নিজের প্রয়োজন ছাড়াও গ্রন্থাগারে যাবেন এবং শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে কিনা দেখবেন। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ পাবে।

১২. প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষক তাঁর শ্রেণীর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে গ্রন্থাগার নোট বই (Library Diary) রাখতে বলবেন। শিক্ষার্থী যে সব বই পড়বে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সে তার নোট বইয়ে লিখে রাখবে। বইটি সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামতও সে তাতে লিখবে এবং যদি কোথাও কোন লাইন বা কথা তাকে আকৃষ্ট করে থাকে তাহলে সেটুকুও সে তার নোট বইতে তুলে রাখবে। শ্রেণী শিক্ষক প্রতি ১৫ দিনে বা মাসে একবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গ্রন্থাগার নোট বই চেক করবেন।

নতুন নতুন বই সম্পর্কে তথ্য এই বুলেটিনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীগণকে জানাতে হবে।

১৩. গ্রন্থাগারে একটি নিজস্ব বুলেটিন বোর্ড (Bulletin Board) থাকবে। এই বুলেটিন বোর্ডে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারের পদ্ধতি পরিবেশন করা থাকবে। বিশেষ করে নতুন নতুন বই সম্পর্কে তথ্য এই বুলেটিনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীগণকে জানাতে হবে।

১৪. গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বই পড়ে, সেই সম্পর্কে মাঝে মাঝে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। এই আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা যেসব বই পড়েছে তা থেকে গল্প বলবে, বা পঠিত বিষয়ের উপর আলোচনা করবে।

১৫. বিষয়ের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশিত পাঠ directed reading দিতে পারেন। এতে গ্রন্থাগার ব্যবহারে তারা উৎসাহিত হবে।

১৬. গ্রন্থাগার থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বই ধার নেয়ার সুচিন্তিত নিয়ম নির্ধারণ করে বুলেটিন বোর্ডে লিখে রাখতে হবে। একজন শিক্ষার্থী এক সাথে কয়টি বই নিতে পারবে, বই কয়দিন রাখতে পারবে বা কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণকে সপ্তাহের কোন দিন বই দেয়া-নেয়া হবে ইত্যাদি সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে জানতে হবে।

১৭. বই ধার দেয়ার জন্য Issue Register থাকবে। বই নেয়ার সময় এই খাতায় লিখে এবং সই দিয়ে বই নেবে। বর্তমানে কার্ডে বই নেয়ার প্রথা চালু হয়েছে। কার্ডে বইয়ের বিবরণ লিখে তারিখ ও সই দিয়ে বই নেয়া যায়। এটা বই লেনদেনের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. শিক্ষার্থীরা আত্ম শিখনের সুযোগ পায় কোথায়?

i) শ্রেণীকক্ষে
ii) শ্রেণী শিক্ষকের নিকট
iii) প্রাইভেট টিউটরের নিকট
iv) গ্রন্থাগারে

খ. গ্রন্থাগারের আলমারীগুলোর উচ্চতা কত ফুটের বেশি হওয়া উচিত নয়?

i) ৩ ফুটের
ii) ৪ ফুটের
iii) ৫ ফুটের
iv) ৬ ফুটের

গ. শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য কোন্‌টি প্রয়োজন?

i) গ্রন্থাগার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা
ii) বুলেটিন বোর্ডে নতুন বইয়ের বিবরণ দেয়া
iii) গ্রন্থাগারে নোট বই প্রথা চালু করা
iv) ফাইন আদায় প্রথা চালু করা

ঘ. বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কার?

i) প্রধান শিক্ষকের
ii) গ্রন্থাগারিকের
iii) শ্রেণী শিক্ষকের
iv) শিক্ষার্থীদের

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ---------- জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সুনির্দিষ্ট কেন্দস্থল।

খ. গ্রন্থাগার একটি ---------- ভান্ডার।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

ক. যে কোন একটি বিষয় আয়ত্ব করার জন্য শ্রেণী পাঠ্যবই ছাড়াও বহু বই পড়তে হয়।

খ. জ্ঞানের পিপাসু বাড়ানো শিক্ষকের অন্যতম কাজ।

পাঠ ৫.৩ ছাত্রাবাস ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ছাত্রাবাসের প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।
- ছাত্রাবাসে যে সব সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ছাত্রাবাসের আদর্শ তত্ত্বাবধায়কের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ছাত্রাবাস বিদ্যালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হলেও এটা নিজেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাত্রাবাস আছে। অভিভাবকের চাকুরী সূত্রে অসময়ে বদলী (Transfer), পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশগত কারণে অপরিণত বয়সে কুসংসর্গে পড়ে বিপথগামী হবার আশঙ্কা, বাড়ী হতে বিদ্যালয়ের দূরত্ব, অভিভাবক শূন্য পরিবারে তত্ত্বাবধায়কের অভাব, অভিভাবকের কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে শিক্ষার্থীদের গৃহ থেকে পড়াশুনা করা সব সময় সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন হয় ছাত্রাবাসের। ছাত্রাবাসে বসবাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের সামাজিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে। ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীরা সহযোগিতা, সমবেদনা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি গুণগুলো চর্চা করার সুযোগ পায়। দলগতভাবে বসবাস করতে গিয়ে ধৈর্য্য, এক সঙ্গে বসবাসকারীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সহমর্মিতা ও সহনশীলতা, অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সেবার মনোভাব অর্থাৎ জীবনযাপনের কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হয়। নিজেদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকে না। তারা অনেক বেশি স্বাবলম্বী হয়। ছাত্রাবাসে বসবাসের ফলে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী (Pupil Pupil) সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষক (Pupil Teacher) সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠে।

এখন আমরা ছাত্রাবাসে যে সব সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য করি। এ বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ছাত্রাবাসের সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হতে হবে। বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং সুযোগ-সুবিধা ছাত্রাবাসে থাকবে। ছাত্রাবাস থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। শিক্ষার্থীদের থাকার ঘরগুলো এমন হবে যাতে বিছানা করার পরও স্বাধীনভাবে চলা ফেরার মত যথেষ্ট জায়গা থাকে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখার জন্য প্রত্যেকের একটি করে ছোট আলমারী থাকবে। পড়ার জন্য থাকবে টেবিল ও চেয়ার। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী গোছলখানা ও শৌচাগার থাকবে। খাওয়া ও ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রাবাসে কমনরুম ও এবাদত খানা থাকবে। কমরুমে রেডিও, সম্ভব হলে টেলিভিশন, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন রাখার ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। তাছাড়া ছাত্রাবাসে স্বতন্ত্র খাবার ঘর ও রান্না ঘর থাকবে। রান্না ঘরে রান্না করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকবে। খাবার ঘরে খাবার টেবিল, বেঞ্চ বা চেয়ার ছাড়াও খাবার রাখার জন্য বিশেষ আলমারী থাকবে। আর থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক কাপ, প্লেট, গ্লাস, জগ ইত্যাদি। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে ছাত্রাবাসের সর্বত্র পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকবে। থাকার ঘর, কমন রুম, এবাদতখানা ও খাবার ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা গেলে খুবই ভাল হয়।

ছাত্রাবাসে খন্ডকালীন ডাক্তার থাকলে ভাল হয়। রোগীর ঘরের (Sick room) ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। ছাত্রাবাসে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলী এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। মাঝে মাঝে এ সবের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মোট কথা ছাত্রাবাস হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং সুখপ্রদ।

ছাত্রাবাস পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন একজন তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent)।

আমরা এখন, ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলী একে একে আলোচনা করবো-

১. তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তিগতভাবে খুব সামাজিক (Social) হবেন।
২. দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন। পরিকল্পনা ও আচরণ বিধি রচনা করার কাজে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর আচরণ হবে ভ্রাতৃ বা পিতৃসুলভ। শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে নিরাপদ বোধ করবে।
৪. তাঁকে শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাই তাঁর উন্নত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার।
৫. গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থায় তাঁর আস্থা থাকবে। ছাত্রাবাস পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মতামতের যোগ্য মর্যাদা দেবেন।
৬. তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখবেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।
৭. পরিবেশ সুন্দর সুসজ্জিত রাখা, গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা তাদের পাঠাভ্যাস গড়তে সহায়তা করা, খাদ্য তদারকি, যাবতীয় খরচাদি পরিচালনা ও হিসাব রাখা, সহপাঠক্রমিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা, নিয়ম কানুনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের উন্নতির লক্ষ্যে তাদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখা এসব কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে তাও যোগ্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে দূর করা উচিত। একাজে তিনি পক্ষপাতশূন্য আচরণ করবেন।

সবশেষে ছাত্রাবাস পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে বলা যায় যে, ছাত্রাবাসের সার্বিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মনপুত হতে হবে, তা না হলে তারা সেখানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না। রাইবার্ণ বলেছেন, "It must always be remembered that the boarding house is taking the place of house for a considerable portion of the pupils year and it should, therefore be made as attractive as possible".

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ছাত্র তত্ত্বাবধায়কের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক?

i) খুব সামাজিক
ii) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন
iii) পিতৃসুলভ আচরণ
iv) উপরের সবগুলোই

খ. ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীরা কী চর্চা করার সুযোগ পায়?

i) দায়িত্বশীলতা
ii) সহযোগীতা
iii) সমবেদনা
iv) উপরের সবগুলোই

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক ---------- হয়।
খ. ছাত্রাবাসে ---------- ডাক্তার থাকা উচিত।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে নিজস্ব ছাত্রাবাস আছে।
খ. ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বেশি স্বাবলম্বী হয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রধান প্রধান দায়িত্বগুলো উল্লেখ করুন।

২। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৩। ছাত্রাবাস কেমন হওয়া উচিত ব্যাখ্যা করুন।

৪। ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের কী কী গুণাবলী থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ক. iv	১। খ. iv
২। ক. মেধা, দক্ষতা	২। খ. আশানুরূপ
৩। ক. মি	৩। খ. স

পাঠ ৫.২

১। ক. iv	১। খ. ii
১। গ. ii	১। ঘ. i
২। ক. গ্রন্থাগার	২। খ. জ্ঞান
৩। ক. স	৩। খ. স

পাঠ ৫.৩

১। ক. iv	১। খ. iv
২। ক. মধুর	২। খ. খন্ডকালীন
৩। ক. স	৩। খ. স